দৈনিক খবর 342

তারিখ ..22 NOV 1989
পৃষ্ঠা ..৬.... কলাম ..৫...

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

অবশেষে তিনি ধরা পড়েছেন

!! এম এস আলম !!

সরকারী অর্থ আত্মসাতের অভিযোগে মার্শাল ল' কোর্টে সাজা ভোগের খবর গোপন রেখে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান পদে দুই বছরেরও অধিককাল দায়িত্ব পালনের পর অবশেষে তিনি ধরা পড়েছেন। অনুসন্ধান চালিয়ে সুনির্দিষ্ট প্রমাণাদি পাবার পর ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অভিযুক্ত ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যানকে তার দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করেছেন এবং অবৈধ পন্থা অবলম্বন করে বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরিরত অবস্থায় বিশ্ববিদালয়ের তহবিল থেকে গ্রহণকৃত নিয়মিত বেতনসহ সমুদয় অর্থ ফেরত দানের নির্দেশ দিয়েছেন।

অভিযুক্ত ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান মোঃ ইউনুস ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে চাকরি লাভের পূর্বে চট্টগ্রাম ওয়াসার বাণিজ্যিক কর্মকর্তা থাকাকালীন সময়ে দুর্নীতি এবং অবৈধ উপায়ে আর্থিক সুবিধা লাভের দায়ে সংক্ষিপ্ত সামরিক আদালত কর্তৃক দন্ডপ্রাপ্ত হন। তাকে ৩ (তিন) বছর সশ্রম কারাদন্ড এবং ২,০০,০০০ (দুই লাখ) টাকা জরিমানা অনাদায়ে অতিরিক্ত ২ (দুই) বৎসর ৬ মাস কারাবাস এবং তার সমুদয় স্থাবর-অস্থাবর সম্পত্তি সরকারী তহবিলে বাজেয়াপ্ত করা হয়।

দীর্ঘকাল সশ্রম জেল খাটার পরিপ্রেক্ষিতে চট্টগ্রাম ওয়াসা কর্তৃপক্ষ সর্বোচ্চ শাস্তি হিসাবে জনাব মোঃ ইউনুসকে চট্টগ্রাম ওয়াসার বাণিজ্যিক কর্মকর্তার দায়িত্ব থেকে বরখাস্ত করে। চট্টগ্রাম ওয়াসার পত্র নং ই, এস, টি, টি, ৮৪৬/৭৭/৫৮৯ তারিখ ৮/৩/৮৩ ইং।

বাংলাদেশ সরকারী কর্মচারী শৃঙ্খলা আইনের ৪ ধারা অনুযায়ী সাজাপ্রাপ্ত কিংবা বরখাস্তকৃত কোন ব্যক্তি সরকারী কোন প্রতিষ্ঠানে চাকরীর অযোগ্য হওয়া সত্ত্বেও জনাব ইউনুস উক্ত তথ্য গোপন করে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক উপাচার্য স্বাধীনতা-বিরোধী হিসাবে বিশেষভাবে চিহ্নিত (যিনি কিছুদিন পূর্বে স্বজনপ্রীতি, দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারিতার অভিযোগে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য পদ থেকে অপসারিত হয়েছেন) ডঃ মোমতাজ উদ্দিনের সহযোগিতায় ৮৭ সালের ১১ই জুলাই থেকে সহকারী অধ্যাপক হিসাবে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্যবস্থাপনা বিভাগে যোগদান করেন এবং ৮৮ সালের ১০ই জানুয়ারী থেকে উক্ত বিভাগেই এডহক ভিত্তিতে সহযোগী অধ্যাপক হিসাবে বরখাস্তের পূর্বদিন পর্যন্ত কর্মরত ছিলেন।

এছাড়া সাবেক উপাচার্য ডঃ মোমতাজ উদ্দীনের বিভিন্ন অপকর্মে সহযোগিতা প্রদানের জন্য জনাব মোঃ ইউনুস বিশ্ববিদ্যালয়ের একমাত্র আবাসিক হলের প্রভোস্টসহ বিভিন্ন সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দুর্নীতি, অর্থ আত্মসাৎ, প্রকাশ্যে স্বাধীনতা-বিরোধী একটি ছাত্র সংগঠনকে সহযোগিতা প্রদান, ছাত্র, শিক্ষক, কর্মচারীদের সাথে দুর্ব্যবহার, পরীক্ষার খাতায় ছাত্রদের বৈষম্যমূলক নাম্বার প্রদান প্রভৃতি অভিযোগ এনে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় সর্বদলীয় ছাত্র ঐক্য দীর্ঘদিন থেকেই মোঃ ইউনুসের অপসারণ দাবী করে আসছিল।

কিছুদিন পূর্বে গত পরীক্ষায় ইসলামী ছাত্র শিবিরের সাথী ব্যবস্থাপনা বিভাগের জনৈক খলিল পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বনের সময় কর্তব্যরত শিক্ষক ব্যবস্থাপনা বিভাগের প্রভাষক মোশারফ হোসেনের হাতে ধরা পড়লে তিনি উক্ত ছাত্রের খাতায় রিপোর্ট লিখে তাকে হল থেকে বের করে দেন। কিন্তু পরবর্তীতে জামায়াতের সক্রিয় নেতা হিসাবে পরিচিত ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান মোঃ ইউনুস ছাত্র শিবিরের উক্ত নেতাকে নির্ধারিত সময়ের পরও তার চেম্বারে বসিয়ে ফ্রি স্টাইলে পরীক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করেন এবং এমতাবস্থায় ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের কতিপয় শিক্ষক এ ধরনের অন্যায় কাজের প্রতিবাদ করেন এবং হাতেনাতে চেয়ারম্যানের চেম্বার থেকে উক্ত ছাত্রকে ফ্রি স্টাইলে পরীক্ষারত অবস্থায় ধরে ফেলেন যা পরবর্তীতে দৈনিক খবরে প্রকাশিত হয়েছিল।

এছাড়াও মোঃ ইউনুস কর্তৃক বিশ্ববিদ্যালয়ে চতুর্থ শ্রেণীর জনৈক কর্মচারীকে দুইস্থানে দুই নামে চাকরিতে বহাল রেখে অর্থ আত্মসাতের একটি ঘটনা ফাঁস হয়ে পড়লে উক্ত ঘটনার জন্য গঠিত তদন্ত কমিটি তদন্ত করার সময় গোপনসূত্রের ভিত্তিতে 'কেঁচো খুড়তে সাপ' বের হওয়ার মত চট্টগ্রাম ওয়াসার দুর্নীতির দায়ে কারাভোগের ঘটনাটি ফাঁস হয়ে পড়ে এবং এ ধরনের আরো বিভিন্ন তথ্য পাওয়া যায়, যার পরিপ্রেক্ষিতে এসব ঘটনা সুষ্ঠু জবাব দানের জন্য বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রথম ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান মোঃ ইউনুসকে কারণ দর্শাও নোটিশ প্রদান করা হয়। কিন্তু তিনি কারণ দর্শাও নোটিশের যথোপযুক্ত জবাব দিতে পারেননি বলে জানা গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়-সূত্রে জানা গেছে, সরকারী বিধিনিষেধ অনুযায়ী ব্যবস্থাপনা বিভাগের চেয়ারম্যান মোঃ ইউনুসের নিয়োগ অবৈধ প্রমাণিত হওয়ায় জনাব ইউনুসের ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের যোগদানের প্রথম দিন অর্থাৎ ৮৭ সালের ১১ই জুলাই থেকে গত ৭ নভেম্বর পর্যন্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বেতন-ভাতা ইত্যাদি বাবদ যে অর্থ গ্রহণ করেছেন তা আগামী ৮ ডিসেম্বরের মধ্যে ফেরত দানের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অন্যথায় তার বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে বলে জানা গেছে। এছাড়াও প্রতারণার মাধ্যমে চাকরি লাভ, দুর্নীতির দ্বারা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থ আত্মসাৎ, পরীক্ষা সক্রান্ত অসদাচরণ প্রভৃতি কারণে দুর্নীতি দমন সংস্থায় মামলা দায়ের করা হয়েছে বলে জানা গেছে।